

হজ্জ একটি ঈমানী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

الحج مدرسة تربوية إيمانية

প্রণয়নে:

ডঃ মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ

1435 - 2014

IslamHouse.com

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

হজ্জ একটি মহা উপাসনা বা ইবাদত। তাই হজ্জ পালনকারীদেরকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ﴾ [البقرة: ١٩٧]

ভাবার্থ: “হজ্জের জন্য সুবিদিত কয়েকটি মাস (শাওয়াল, জুল্ কাদা, এবং জুল্ হিজ্জা) নির্দিষ্ট রয়েছে। তাই যে ব্যক্তি নিজের উপর এই সব মাসে

গ্রহণ করে নিবে, তার উপর হজ্জের সময় যৌনমিলনে অথবা স্ত্রী-পুরুষের সংগমসম্বন্ধীয় ক্রীড়া ও অপকর্ম এবং ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়”।

(সূরা আল্ বাকারা, আয়াত নং 197)।

এই বিষয়ে আল্লাহর রাসূল [ﷺ] বলেছেন:

"مَنْ حَجَّ لِلَّهِ؛ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".

(صحيح البخاري, رقم الحديث 1521, وصحيح مسلم, رقم الحديث 438 -)
(1350), واللفظ للبخاري).

লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করবে এবং তাতে যৌনমিলন অথবা স্ত্রী-পুরুষের সংগমসম্বন্ধীয় ক্রীড়া ও অপকর্ম হতে নিজেকে বিরত রাখবে, সে ব্যক্তি হজ্জ পালনের পর এমন পবিত্র অবস্থায় ফিরে আসবে যে, তার মাতা যেন তাকে সেই দিনই নবজাত পবিত্র শিশুরূপে প্রসব করলো”। সুতরাং সে নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে গেলো।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং 1521 এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 438- (1350), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে)।

জিকির, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, সৎকর্ম, উপাসনা ও ইবাদতে মগ্ন থেকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আদেশ মোতাবেক আনন্দের সহিত হুকুম পালনের কাজে তৎপর থাকা উচিত।

এই বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا﴾

[الأحزاب: 36]

রাসূল যখন কোনো কাজের আদেশ প্রদান করবেন, তখন ঈমানদার মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য সে বিষয়ে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আদেশ অমান্য করবে, সে ব্যক্তি সুখদায়ক সংপথ ইসলাম ধর্ম হতে প্রকাশ্যভাবেই বিপথগামী হয়ে পড়বে”।

(সূরা আল্ আহযাব, আয়াত নং 36)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ﴾ [البقرة: ২০৩]

নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে (জুল্ হিজ্জা মাসের 11 থেকে 13 তারিখ পর্যন্ত) স্মরণ করো”।

(সূরা আল্ বাকারা, আয়াত নং 203)।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

﴿فَادِّعُوا قَضِيَّتُمْ مِّنْ سِكِّكُمْ فَادِّكُرُوا ۖ اللَّهُ كَذِّكُرُكُمْ﴾

ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴿ [البقرة: ২০০]

ভাবার্থ: “সুতরাং তোমরা যখন হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নিবে, তখন আল্লাহকে (তাঁর ধ্যান, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং

নিকটে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে) এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমনভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে স্মরণ করতে থাকো, বরং তার চেয়েও তোমরা অধিক স্মরণ করবে আল্লাহকে”।

(সূরা আল্ বাকারাহ, আয়াত নং 200)।

নিঃসন্দেহে প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি যখন পবিত্র কুরআন এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে সালাফে সালেহীন (মহাপুরুষগণ) বা পূর্ববর্তী সংলোকদের পদ্ধতি অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করতে পারবে, তখন সে

বিষয়ের জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হবে।
উক্ত ষিয়গুলির মধ্যে থেকে কতকগুলি
বিষয়ের বিবরণ এখানে অতি সংক্ষেপে
দেওয়া হলো:

- 1- প্রকৃত ইসলামের সঠিক মতবাদ
একত্ববাদ বা আকীদা এবং মহান
আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠতা।
- 2- মহান আল্লাহর সঠিক উপাসনা
কিংবা ইবাদতের নিয়ম প্রণালী ও
পদ্ধতি।
- 3- সুনীতি ও সম্ভবিত্বের গুণে গুণান্বিত
হওয়া।

সম্মান করা।

5-মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করা এবং অহংকার বর্জন করা।

6-মুসলিম জাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন মজবুত করার সঠিক পদ্ধতি স্থাপন করা।

7-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা।

8-সংকর্মে আন্তরিকতার সহিত পরস্পর সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

অপকর্মের প্রতিবোধ করা।

10- ধৈর্যধারণ করা ইত্যাদি।

وصلى الله وسلم على رسولنا محمد, وعلى آله
وأصحابه, وأتباعه إلى يوم الدين, والحمد لله رب
العالمين.

অর্থঃ আল্লাহ আমাদের প্রিয় রাসূল
মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন,
সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর
অনুসরণকারীগণকে অতিশয় সম্মান ও
শান্তি প্রদান করুন।

মোতাবেক 14/10/2014 খ্রীষ্টাব্দ

ডঃ মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ

সমাপ্ত